

ব্যারাকপুরের নয়া পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা, বদল ডিআইজি সিআইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ রাজ্য পুলিশে বদলদল। ব্যারাকপুরের নতুন পুলিশ কমিশনার হলেন আইপিএস মুরলীধর শর্মা। অজয় ঠাকুরের পরিবর্তে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার হলেন মুরলীধর। আর অজয় ঠাকুর হলেন রাজ্য পুলিশের ডিআইজি সিআইডি। এতদিন পর্যন্ত মুরলীধর ছিলেন ব্যারাকপুরের ট্রেনিং সেন্টারের দায়িত্বে। গত বছরই লালবাজারের সোয়েদা প্রাঙ্গণের পদ থেকে সরানো হয় তাঁকে। এবার তাঁকে সিপি পদে আনা হল। চার মাস আগেই এই পদ পেয়েছিলেন অজয় ঠাকুর। এরই মধ্যে বেশ বদল। এটা রুটিন বদলি বলেই লালবাজারের তরফ থেকে



জানানো হয়েছে। গত বছরের নভেম্বরে কলকাতার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরানো হয় মুরলীধর শর্মা। এরপরই তাঁকে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ অ্যাকাডেমিতে পাঠানো হয়েছিল। চলতি মাসের শুরুতেই রদবদল পুলিশে। বিনীত গোয়েলকে এডিজি-আইজি এসটিএফর পাশাপাশি এডিজি-আইজি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অজয় রানাদেকে সরানো হয় হোমগার্ডে। উল্লেখ্য, আরজি কর কাওর পর প্রতিবাদের পরে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সরতে হয়েছিল বিনীত গোয়েলকে। গত ৬ জুন ওই রদবদলে শ্যাম সিং-কে নিয়ে পাঠানো হয় ডিজি এবং আইজি সাইনহর সেলো। অন্যদিকে, আর এক আইপিএস দময়ন্তী সেনকে এডিজি-আইজি পদিশ থেকে এডিজি-আইজি এপি করা হয়।

শিক্ষাকর্মীদের এখনই কোনও ভাতা দেওয়া যাবে না, রাজ্যকে বিচারপতি সিনহা



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ চাকরিহারাের ভাতা দেওয়া নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য যে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন, তা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এখনই যেন ভাতা দেওয়া শুরু না হয়, তেমনটাই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। রাজ্য এন্ড্রিয়ারের বাইরে গিয়ে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে, এমনটাই মত আদালতের। উল্লেখ্য, সূপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হওয়ার পর শুরু হয় বিক্ষোভ। রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলছেন চাকরিহারা। এহেন পরিস্থিতির মাঝে চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ১৫ মে ভাতা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। গ্রুপ সি কর্মীদের মাসে ২৫ হাজার ও গ্রুপ ডি কর্মীদের মাসে ২০ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছে, ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইড্রলিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি ইন্সটিটিউট, ২০২৫’। সরকারের সেই নির্দেশকে বেআইনি বলে উল্লেখ করে মামলা হয়।

কলকাতা হাইকোর্টে। আজ, সোমবার শুভানি ছিল বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ। রাজ্যের বিরোধিতা করে আদালতে এদিন সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বিকাশ ভট্টাচার্যের সওয়াল, সূপ্রিম কোর্ট বেআইনি নিয়োগের জন্য যাদের চাকরি বাতিল করেছে, তাদের এই ভাবে টাকা পাইয়ে দেওয়া যায় না। কারণ সংবিধানে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে যে, সূপ্রিম কোর্টের কোনো নির্দেশ থাকলে তাকে মান্যতা দিতে হবে। তার দাবি, চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের প্রায় দাঁড়ানোর নামে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। আইনজীবীর আরও অভিযোগ, ‘পাবলিক পারপাসে’ বা জনগণের স্বার্থে সরকারি টাকা দেওয়ার সুযোগ সংবিধানে আছে, কিন্তু সেটা সূপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর চাকরিহারাের দেওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, ‘দুর্নীতিকে সমর্থন করার জন্যই এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য নিজের এন্ড্রিয়ারের বাইরে গিয়ে এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’ আইনজীবীর প্রশ্ন, সূপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের নির্দেশকে ইচ্ছাকৃত অমান্য করার জন্য আইন বা প্রকল্প তৈরির কোনও অধিকার কি রাজ্যের আছে? ১ এপ্রিল থেকে টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে। একথা শুনে, বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যকে বলেন, ‘এখনই এই টাকা দেওয়া মেনে শুরু না হয়। কী করে এত তাড়াতাড়ি টাকা দেওয়া শুরু হয়? আবেদন নেওয়ার পরে তার কিছু পদ্ধতি আছে। এত তাড়াতাড়ি কী করে দেওয়া হবে!’ ‘এখনও কোনও টাকা দেবেন না।’ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানানো বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

১১ বছরে দুর্ভোগ ছাড়া মোদি সরকার আর কী দিয়েছে? ৬ প্রশ্নে বিজেপিকে আক্রমণ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ গত বছর ঠিক আজকের দিনেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বারের জন্য শপথ নিয়েছিলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। তার ১১ বছরে রাজত্বে দেশ কীভাবে এগিয়ে চলেছে, সেই সুশাসনের কথা ইতিমধ্যে সোশ্যাল মাধ্যমে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আর তারপরই পাঁচটা ৬ মিনিট ৭ সেকেন্ডের ভিডিও মোদির সুশাসন নিয়ে সোশ্যাল মাধ্যমেই বড় প্রশ্ন তুলে দিল সসদেদের তুর্পথ বৃন্দর দল তৃণমূল। ৬টি পয়েন্টে এদিন মোদি ১১ বছরের রাজত্বের সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাংলার শাসকদল। টুইটে তৃণমূলের তরফে লেখা হয়েছে, ‘ঠিক এই মুহূর্তটাই উপযুক্ত সময়- ফিরে তাকানো, বিচার করার- বিজেপি গত ১১ বছরে সত্যিই দেশকে কী দিয়েছে?’ তৃণমূলের অভিযোগ, মোদির আমলে মহিলাদের ওপর অপরাধের ঘটনা উদ্বেগজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি, রেকর্ডভায়ে

বেকারের বৃদ্ধি, বিভেদ সৃষ্টিকারী একাধিক জনবিরোধী আইন, রেল দুর্ঘটনার বৃদ্ধি এবং করোনাকালে চরম অববস্থা ও বিপর্যয়। এরপরই বিজেপিকে আক্রমণ করে তৃণমূলের দাবি, ১১ বছরে জনতাকে সেবা? বরং বতুল- ১১ বছরের দুর্ভোগ! ৬ মিনিট ৭ সেকেন্ডের ভিডিও



মোদি এবং শাহ। এবার মোদির আমলের রাজত্ব নিয়ে পদ্ম শিবিরে উদ্দেশ্যে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিল তৃণমূল। বাংলায় ভোটের সময় যত এগিয়ে আসবে ‘সুশাসন’ বদাম ‘জনতার দুর্ভোগ’ প্রশ্নে বিজেপি-তৃণমূলের পরস্পরের প্রতি আক্রমণের ঝামে ততই তীব্রতর হবে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের।

‘কোভিড নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই’ সকলকে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ দেশজুড়ে ফের করোনা সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে, আর সেই প্রেক্ষাপটে সোমবার নবাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক জরুরি প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্যসচিব এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মতারা। এই বৈঠকে

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক শেষে রাজ্যবাসীকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন। তিনি বলেন, ‘করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। সরকার যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। আমরা যে কোনও সঙ্কটের মোকাবিলা করতে সক্ষম। তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই, শুধু সতর্ক থাকতে হবে।’ মমতার এই বার্তা দেশের অন্যান্য করোনা পরিস্থিতি যেমন উদ্বেগজনক, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের করোনা আক্রমণের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। বিশেষত, গত দুই মাসে দেশে করোনা সংক্রমণ ফের উর্ধ্বমুখী হওয়ায় বিভিন্ন রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, কোভিড-১৯ এর নতুন ভ্যারিয়েন্ট এবং তার প্রতিক্রিয়া

মোকাবিলায় সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমরা সব দিক থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছি। পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন, অক্সিজেন সাপ্লাই এবং হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখা হবে।



তবে, জনগণেরও এক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী, হাসপাতালগুলিতে বিশেষভাবে কোভিড সেবা বাড়ানোর জন্য আরও পর্যাপ্ত কর্মী এবং সুবিধা সংযোজনের কথা বলা হয়েছে। করোনা পরীক্ষার হার বাড়ানোর জন্য নতুন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের

মানুষের জন্য দ্রুত টিকাকরণ নিশ্চিত করেছে এবং এই কর্মসূচি চলতে থাকবে। এই বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘টিকাকরণে কোনও প্রকার দেরি হবে না। প্রতিটি মানুষ যাতে ভ্যাকসিন পায়, তার জন্য আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। ভ্যাকসিনেশন আমাদের একমাত্র শক্তি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা আরও জানান, রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নজরদারিতে রাখা হবে এবং কোনও অঞ্চলে যদি করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে, তবে সেখানকার স্বাস্থ্য পরিষেবা বাড়ানো হবে। তবে, তিনি আবারও বলেন, ‘সামগ্রিকভাবে জনগণের সাহায্য ছাড়া কোভিডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্ভব নয়। সবাইকে মেনে চলতে হবে স্বাস্থ্যবিধি।’ বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে জানান, ‘আমরা রাজ্যবাসীর পাশে আছি। মানুষ আতঙ্কিত হবেন না, তবে সতর্ক থাকতে হবে। সরকার সকল সম্ভাব্য সাহায্যতা করতে প্রস্তুত।’ মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা রাজ্যবাসীকে স্বস্তি দিয়েছে, তবে এখন দেখতে হবে, করোনা পরিস্থিতির উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় এবং রাজ্যবাসী কতটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সক্ষম হয়। সকলের সশ্রমিক প্রত্যক্ষণে করোনা প্রতিরোধ করা সম্ভব, এটা বিশ্বাস করে সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত।

শুধুমাত্র কলকাতায় করোনা আক্রান্ত ৩৭০ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, করোনা নিয়ে উদ্বেগের কোনও প্রয়োজন নেই। তবে আক্রান্তের সংখ্যা যে একটি স্তরে করে বাড়ছে, তা স্পষ্ট। গোটা দেশেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। রাজ্যগুলির তালিকায় উপরের দিকেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সোমবার রাজ্যে এক করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরও সামনে এসেছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঠিক কত মানুষ করোনা আক্রান্ত সেই তথ্য এবার প্রকাশ করলেন কলকাতার ডেপুটি মেয়র তথা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পরিষদ অতীন ঘোষ। একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, গত ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যে চারজনের মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছেন তিনি। সোমবার বেলেঘাটা আইডি-তে ৪৮ বছরের যে ব্যক্তির মৃত্যুর খবরও শুনেছেন তিনি। তবে সেই খবরের বিষয়ে এখনও তিনি নিশ্চিত নন। অতীন ঘোষ আরও জানান, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বর্তমানে মোট ৪২৬ জন আক্রান্ত। এর মধ্যে শুধুমাত্র কলকাতা পুরানগর এলাকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭০।

‘লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে কুৎসা, মা-বোনেদের অপমান’ শুভেন্দু-সুকান্তদের বিরুদ্ধে পথে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে কুৎসা করতে গিয়ে বাংলার মহিলাদেরই অপমানিত করছে বিজেপি। এই অভিযোগে সোমবার দুপুরে বারাসত সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীদের ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে সর্ববহুল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। দলের মহিলা নেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী কাকলিঘোষ দস্তিদার এবং শশী পাঁজা বলেন, ‘মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ২০২১ সালে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প চালু

হয়ে একথা বলেন কী করে? আর বিরোধী দলনেতা বলছেন- বাংলার মা, মেয়েদের শাখা, সিঁদুর ৫০০ টাকায় বিক্রি হবে না, আমরা জিতলে ৩ হাজার টাকা দেব!’ শশী পাঁজা বলেন, ‘মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ২০২১ সালে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প চালু



করেছিলেন। সেই প্রকল্প এখনও চলছে। এতে প্রতি মাসে বাংলার ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলা উপকৃত হচ্ছে। অথচ বিজেপি সেই মহিলাদের দাম নির্ধারণ করতে চাইছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হবে পাত্রে?’ কাকলি-শশী বলেন, ‘বাংলার মেয়েদের প্রতি বিজেপি নেতাদের এই অপমান তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস মেনে নেবে না। ওরা ক্ষমা

হচ্ছে। স্মার্ট মিটার নিয়ে একাধিক অভিযোগ পেঁছিয়ে বিদ্যুৎ দফতরে। স্মার্ট মিটারের অস্বাভাবিক বিল নিয়ে সোমবারই বিদ্যুৎ দফতরে স্মার্ট মিটারের কার্যকরী রবীন্দ্রনগর কালীতলার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, জোর করে ওই মিটার বসিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর তারপরই লাক্ষিয়ে বেড়েছে বিল। হুগলির বাউডেলের এক পরিবারও কিছুদিন আগেই একই অভিযোগ তুলেছিল। একমাসে ১২ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল আসায় অভিযোগ তুলেছিল তারাও। পরপর এমন অভিযোগ উঠতে থাকায় গৃহমন্ত্রের বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করে দিল বিদ্যুৎ দফতর। বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে খবর, প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্মার্ট মিটার গোটা বাংলা জুড়ে লাগানো হয়েছিল। যার মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশই লাগানো হয় গৃহস্থ বাড়িতে। বাকি ৩৫ শতাংশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বসানো হয়েছিল। সূত্রের খবর, বারাসতের চাঁপডালি মোড়ে এই স্মার্ট মিটার নিয়ে ওটা অভিযোগ চলে যায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ দফতরকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দেন বলে জানা যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী সবকিছু রাজ্যকে স্বল্প সময় বৈধে দিয়েছেন স্মার্ট মিটার নিয়ে বসানোর জন্য। এখন রাজ্যে এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করবে, সেটাই দেখার।

আরজিকরের গেটে আটকে গেল প্রতিবাদীদের মিছিল শহরে ফের শ্লোগান ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ হাসপাতালের গেটেই আটকে গেল আরজি কর কাওর প্রতিবাদে হওয়া মিছিল। আরজিকর হাসপাতালের সামনে আটকে দেওয়া হয় মিছিলকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। একাধিক চিকিৎসকও ছিলেন এই প্রতিবাদ মিছিলে। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন প্রতিবাদকারীরা। কার্যত সোমবার রাতে তুলকালান পরিস্থিতি আরজিকরের গেটের সামনে। প্রতিবাদকারীদের দাবি, আরজিকর কাওর এখনও ন্যায় বিচার মেলেনি। তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন তারা। তাঁদের দাবি, এক অজ্ঞাত কারণে সিবিআই চূপচাপ হয়ে গিয়েছে। সোমবার মিছিল করে প্রতিবাদকারীরা আরজিকর হাসপাতালের মূল গেটের সামনে আসেন। তারা ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হাসপাতালের গেটেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। এরপর সেখানে তীব্র বিক্ষোভ দেখান তারা। এদিকে জুনিয়র ডাক্তাররাও আরজিকর চত্বরে প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছেন। সেই আন্দোলনের সঙ্গে শামিল হতে চেয়েছিলেন অভয়া মঞ্চের সদস্যরা। কিন্তু হাসপাতালের



গেটেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, এবার লাগাতার আন্দোলন শুরু হবে। রাজ্য জুড়ে এই আন্দোলন হবে। ৯ আগস্টের আগে গোটা রাজ্য জুড়ে অন্তত ১০০টা সভা করবেন তাঁরা।

প্রশ্নগুলি আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি। এই গোটা ঘটনাকে ঘিরে যে অনৈতিকতা তৈরি হয়েছে সেটা কিছুতেই মানা যায় না।’ চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। হাসপাতালের মধ্যেই এই নারকীয় ঘটনার কথা শুনে শিউরে উঠেছিল গোটা দেশ। দেশ জুড়ে উঠেছিল শ্লোগান। বিদেশের মাটিতেও উঠেছিল শ্লোগান উই ওয়ান্ট জাস্টিস। দিনের পর দিন ধরে এই আন্দোলন চলেছে। ফের নতুন করে দানা বাঁধছে আন্দোলন। এদিকে আন্দোলনকারীরা সোমবার আরজিকর হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। টালা থানার সামনেও তারা এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এরপর তারা আরজি করের সামনে আসেন। মোমবাতি মিছিল করে তারা এসেছিলেন আরজিকরের সামনে। এদিকে বর্তমানে আরজিকরের পাহারার দায়িত্বে রয়েছে সিআইএসএফ। রাজ্য পুলিশও থাকে বাইরে। মিছিল হাসপাতালের সামনে আসতেই আটকে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে একবারে তুলকালান পরিস্থিতি।

‘সবাই এক পক্ষ,’ মোহনবাগানের স্বার্থে মিলে গেল শাসক-বিরোধী!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ মোহনবাগানে নির্বাচনী হাওয়া। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই পুরোদমে প্রচার করছিল শাসক ও বিরোধী শিবির। একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচার করছিলেন। মোহনবাগানে নির্বাচন হবে কি না, এখনই বলা যাবে না। তবে শাসক ও বিরোধী শিবির মিলে গেল। মোহনবাগানের স্বার্থেই এই সমঝোতা বলে জানিয়েছেন ক্লাবের বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত। একই সুর বিরোধী শিবিরে প্রধান মুখ সঞ্জয় বসু বলেন, ‘সব জায়গায় গণতন্ত্র থাকা উচিত। গণতন্ত্র না হলে সদস্যদের সঙ্গে যোগসূত্র থাকবে না। এই সদস্যদের সঙ্গে জনসংযোগ তৈরি করা। দুই পক্ষই নির্বাচন করছে। কোনও বিরোধী পক্ষ না থাকলে গণতন্ত্র থাকত না। কোথাও একটা লাগাম দেওয়া উচিত। এই দুটো কমিটি আগেও একসঙ্গে কাজ করেছে। ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য মায়ে আলাদা হয়েছিল।’ অলিগ

আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান হয়। দুই পক্ষ এতদূর এগিয়ে আগে কখনও এক হয়নি। মোহনবাগানে সেরা একাদশ গড়েছি।’ এতদিন দুই

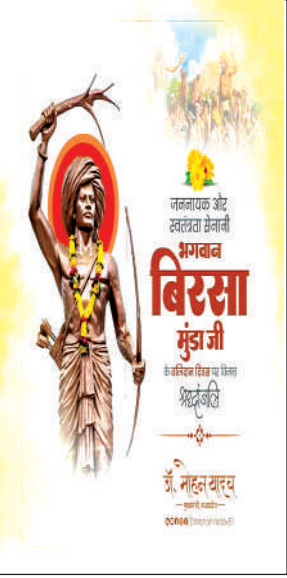


শিবির পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রচারের পর এমন সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বলেন, ‘সব কিছুইই সমাধি আসে উপলব্ধি করার। এই সিস্টেম যদি ভালো কাজ করে খুবই ভালো। বিলম্বিত হওয়াতে সুবিধা হয়েছে সদস্যদের বক্তব্য আমরা শুনতে পেয়েছি। কোনো কোনোয় আমরা প্রচার করেছি।’ সঞ্জয় বসু যোগ করেন,

‘‘এই কথাটা অনেকদিন ধরেই চলেছে। আমি একটা পয়েন্ট নিয়ে বলেছি। দেবাশিস দা একটা পয়েন্ট বলেছে। টুইলই বলেছে।’’ দেবাশিস

দত্তর কথায়, ‘‘মোহনবাগান ক্লাব সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। মোহনবাগান ক্লাব সোসাইটির অংশ। সব মানুষই কিছু না কিছু ভাবে উল্ল্যোগ করে খুবই ভালো। বিলম্বিত হওয়াতে সুবিধা হয়েছে সদস্যদের বক্তব্য আমরা শুনতে পেয়েছি। কোনো কোনোয় আমরা প্রচার করেছি।’’ সঞ্জয় বসু যোগ করেন,

বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী



ভোপাল, ৯ জুন : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব সোমবার ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে তাঁকে স্মরণ করেছেন এবং শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব জানিয়েছেন, আদিবাসীদের গর্ব, জনগণের নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে প্রগাম জানাই। মাতৃভূমির সন্ধান এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের আত্মসম্মান রক্ষায় আপনার অদম্য সাহস এবং সাহসিকতা অনন্তকাল অনুপ্রাণিত করবে। আপনি কেবল আদিবাসী সম্প্রদায়েরই নন, দেশেরও গর্ব। দেশ সর্বদা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে বলে মনে করেন।

নতুন প্রতিভার সন্মানে পথ চলা শুরু করলো বহুড়ু স্পোটিং ক্রিকেট একাডেমি

নিজস্ব সংবাদদাতা,বহুড়ুঃ বর্তমানে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা। বেশি করে আসক্ত হচ্ছে মোবাইলো।আর তাই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে জয়নগর থানার বহুতে শুরু হলো বহুড়ু স্পোটিং ক্রিকেট একাডেমির পথ চলা। বহু হাই স্কুল মাঠে বহুড়ু স্পোটিং ক্রিকেট একাডেমির আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হলো। এদিন এই শুভ সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন বহুড়ু ফ্রেড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা বহুড়ু স্পোটিং ক্লাবের সম্পাদক মতিবুর রহমান লস্কর, বহুড়ু স্পোটিং ক্লাবের সভাপতি মলয় দাস, বহুড়ু হাইস্কুলের পরিচালন কর্মিটার সভাপতি হুদ্রজি মন্ডল, বহুড়ু ফ্রেড গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঙ্গীতা মন্ডল,বহুড়ু স্পোটিং ক্লাবের ক্রিকেট সম্পাদক অভিজি যোশাল, বাংলা জাতীয় অনূর্ধ্ব ১৬ ও ১৯ দলের ক্রিকেটার এবং বহুড়ু স্পোটিং ক্রিকেট একাডেমীর মুখ্য প্রশিক্ষক সাগর মুখার্জি ও সৌমা কান্তি মুখার্জি সহ আরো অনেকে।এ ব্যাপারে বহুড়ু স্পোটিং ক্লাবের সম্পাদক মতিবুর রহমান লস্কর বলেন,বর্তমানে ছেলেদের খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবংআরো বেশি ক্রিকেটে মনোযোগী হতে বহুড়ু স্পোটিং ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বহুড়ু স্পোটিং ক্রিকেট একাডেমি নতুন নতুন প্রতিভাকে তুলে আনতে চাইছে। এখানে প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে ছেলেদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কেউ এগিয়ে আসতে পারেন,এ বিষয়ে বহুড়ু স্পোটিং ক্লাবের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।আমরা চাই ভালো ক্রিকেটার তৈরি করতে।

ভিডের চাপে মুম্বইয়ে ট্রেন থেকে ছিটকে পড়লেন ৫ যাত্রী



মুম্বই, ৯ জুন : মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস থেকে থানের কাসারার দিকে যাওয়ার পথে একটি ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন ৫ যাত্রী। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনের অতিরিক্ত ভিডের কারণে বেশ কয়েকজন যাত্রী ট্রেন থেকে পড়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ট্রেনের দরজায় ঝুলে ছিলেন অনেকে। সেই সময় হুড়োয়তির জেরে কয়েক জন রেললাইনে পড়ে যান। ঘটনাস্থলে রেল আধিকারিকেরা পৌঁছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে জানা গেছে আজই।

সুশাসন এবং রূপান্তরের উপর স্পষ্ট দৃষ্টি নিবন্ধ, মন্তব্য মোদীর

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আশীর্বাদ এবং সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত রূপান্তর প্রতাক্ষ করেছে। সোমবার এক্সবার্তায় এই দাবি করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি লিখেছেন, ‘ সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস’ নীতির দ্বারা পরিচালিত, এনডিএ সরকার দ্রুততা, স্বেল এবং সংবেদনশীলতার সাথে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে সামাজিক উন্নয়ন পর্যন্ত, জনকেন্দ্রিক , অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সর্বাঙ্গিক অগ্রগতির উপর জোর দেওয়া



হয়েছে।ভারত আজ কেবল দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিই নয়, জলবায়ু কর্মকাণ্ড এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ

শীঘ্রই ট্রেনে স্বয়ংক্রিয় দরজা চালু করা হবে:মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক

মুম্বই, ৯ জুন : মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস থেকে থানের কাসারার দিকে যাওয়ার পথে একটি ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন ৫ যাত্রী। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনের অতিরিক্ত ভিডের কারণে বেশ কয়েকজন যাত্রী ট্রেন থেকে পচে যান। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ট্রেনের দরজায় ঝুলে ছিলেন অনেকে। সেই সময় হুড়োছড়ির জেরে কয়েক জন রেললাইনে পড়ে যান। ঘটনাস্থলে রেল আধিকারিকেরা পৌঁছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে জানা গেছে।এই বিষয়ে



মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক স্বপ্নীল নীলা জানান,

এই ধরনের ঘটনা এড়াতে শীঘ্রই স্বয়ংক্রিয় দরজা বন্ধ করার

বিষয়গুলিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বব্যাপী কষ্টস্বর। আমরা আমাদের সম্মিলিত সাফল্যের জন্য গর্বিত, একই সাথে, আমরা আশা, আত্মবিশ্বাস এবং একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার জন্য একটি নবায়িত সংকল্প নিয়ে সামনের দিকে তাকাই।গত এগারো বছরে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং ‘নমো সহজতা’ বৃদ্ধি পেয়েছে। ‘নমো অ্যাপ’ আপনাকে এই রূপান্তরমূলক যাত্রায় উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে নিয়ে যাবে। ইন্টারেক্টিভ গেমস, কুইজ, সমীক্ষা এবং তথ্য প্রদানের অন্যান্য ধরনের কর্ম্যাক্টের মাধ্যমে জড়িত করে অনুপ্রাণিত করবে বলে জানা গেছে।

সুবিধা সহ ট্রেনগুলি চালু করা হবে। তিনি বলেন, যে ঘটনাটি ঘটেছে, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (সিএসএমটি) এবং কাসারার মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনের গার্ড আমাদের জানিয়েছেন, আর্টজন ট্র্যাক থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, রেলওয়ে তাদের হাসপাতালে পাঠানোর জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে। এখন নতুন যে ট্রেনগুলি আসছে, সেগুলিতে স্বয়ংক্রিয় দরজা বন্ধ করা সুবিধা থাকবে, যাতে এই ধরনের ঘটনা এড়ানো যায়।

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে দখল মুক্ত হলো চম্পাহাটি মূল সড়ক

বারুইপুরঃদীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে বারুইপুর ক্যানিন রোডের চম্পাহাটির মেন রোড দখলমুক্ত করার কাজ শুরু করল প্রশাসন। ফুটপাথ দখল করে গুলিয়ে ওঠা দোকানের কারণে বহুদিন ধরেই যানজট ছিল নিত্যদিনের সমস্যা। অফিসযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া, এমনকি অ্যাম্বুলেন্সও আটকে পাটো এই ভিডের মধ্যে।এলাকার মানুষেরা

দীর্ঘদিন ধরে এই দখলদারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন।সোমবার সকাল থেকে প্রশাসনের তরফে অভিযান শুরু হয়,দোকানদারদের আগেই নোটিশ দিয়ে সতর্ক করা হয়েছিল।চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসিত বরণ মন্ডল স্পষ্ট জানিয়ে মেন, রাস্তায় বেআইনি দখলদারি বরদাস্ত করা হবে না।শুধু দোকান নয়, বেআইনি

পার্কিং এবং নির্ধারিত সময়ের বাইরে ভারি গাড়ির প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হবে। তিনি আর ও জানান,শুধু দখল সরানোই নয়, ভবিষ্যতে যেন ফের দখল না হয়, সেজন্য নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে।আর প্রশাসনের এই পদক্ষেপে খুশি সাধারণ মানুষ। ব্যবসায়ীরাও জানাচ্ছেন,তারা নোটিশ

পেয়েছেন এবং এই উদ্যোগে সহমত পোষণ করছেন।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই অভিযান চালু থাকলে পথ চলা অনেক সহজ হবে। দীর্ঘদিনের দুভোগের অবসানে তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন সকলে। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস, এলাায় শৃঙ্খলা ফেরাতে এমন অভিযান চলবে নিয়মিত।

কেরলে সিঙ্গাপুরের জাহাজে ভয়াবহ বিস্ফোরণ



কোচি, ৯ জুন :কেরল উপকূলে সিঙ্গাপুরের নিশানমহারী পণ্যবাহী জাহাজে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। খবর পেয়েই সাগরের জন্য ছুটে যায় ভারতীয় রণতরী আইএনএস সুরাত। উদ্ধারকাজে পাঠানো হয় বুদ্ধবিমানও। কী থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা নিয়ে ঘনাচ্ছে রহস্য। আপাতত চলছে জাহাজে আগুন নেভানোর কাজ।জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের মেরিটাইম

অপারেশন সেন্টার প্রথম বিস্ফোরণের খবর পায়। তারা খবর পাঠায় কোচিতে। এরপরই তপর হয়ে ওঠে ভারতীয় নৌসেনা। সকাল সাড়ে ১১টায় আইএনএস সুরাত-কে ঘনটানস্থলে পাঠানো হয়। কোচির নৌসেনা ঘাটি থেকে একটি যুদ্ধবিমানও পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। কীভাবে বিস্ফোরণ হলো, তা খতিয়ে দেখবে তারা। প্রয়োজনে উদ্ধারকাজে সাহায্যও করবে।

মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে নিহত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকাশ রাও গিরিপুঞ্জ

ছত্তিশগড়, ৯ জুন : মাওবাদীদের পাতা আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হলো এক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসারের। এর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন অফিসার এবং জওয়ানও আহত হয়েছেন এই ঘটনায়। সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে ছত্তিশগড়ের দোন্দরার কাছে কোশ্টা-এরাবোরে রোডে। বিস্ফোরণে মৃত পুলিশ অফিসারের নাম আকাশ রাও গিরিপুঞ্জ। তিনি সুকমা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে ছিলেন।সম্প্রতি যৌথবাহিনীর অভিযানে খতম



কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না তৈরি করতে পারে, সে জন্য টহলে বেরিয়েছিল পুলিশের বাহিনী। কোটা এলাকায় পায়ে হেঁটেই টহল দিচ্ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তা

হাউস অফিসার। আরও এক জওয়ানও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।আহত পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোটা হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় আকাশ রাও নামের ওই অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের। বাকিরা আহত পুলিশকর্মীদের চিকিসা চলছে। সুকুমার পুলিশ সুপার কিরণ চবন এই বিস্ফোরণের ঘটনা এবং আকাশ রাওয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বস্তুর রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজও বিস্ফোরণের ঘটনার কথা জানিয়েছেন। এই ঘটনার পর ওই এলাকায় প্রচুর নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটসাঁটো করা হয়েছে।

ফরাসি ওপেনঃরোমাঞ্চকর ফাইনালে সিনারকে হারিয়ে শিরোপা জিতলেন আলকারাস

প্যারিস, ৯ জুন : ফ্রেঞ্চ ওপেনের উন্মুক্ত যুগের ইতিহাসের দীর্ঘস্থায়ী ফাইনালে (৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিট) জিতে শিরোপা ধরে রাখলেন স্প্যানিয়ার্ড কার্লোস আলকারাস। ফরাসি ওপেনের পুরুষ এককের উপমুক্ত যুগের আগের দীর্ঘস্থায়ী ফাইনালের রেকর্ডটি ছিল ম্যাট ভিলেন্ডার ও গুইলমোে ভিলাসের। ১৯৮২ সালের ফাইনালে এই দুজনের লাই স্থায়ী হয়েছিল ৪ ঘণ্টা ৪২ মিনিট। সিনারকে রবিবার ফাইনালে ৪-৬, ৬-৭ (৪-৭), ৬-৪, ৭-৬ (৭-৩), ৭-৬ (১০-২) ব্যবধানে হারলেন আলকারাস।এই নিয়ে চতুর্থ গ্র্যান্ড

স্ল্যামের স্বাদ পেতে পেতেও পেলেন না সিনারা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দুটি (২০২৪ ও ২০২৫) এবং ইউএস ওপেনের ১টি (২০১৪) ট্রফি জিতেছিলেন সিনারা। আর এই জয়ে ওপেনের পুরুষ এককের উপমুক্ত যুগের আগের দীর্ঘস্থায়ী ফাইনালের রেকর্ডটি ছিল ম্যাট ভিলেন্ডার ও গুইলমোে ভিলাসের। ১৯৮২ সালের ফাইনালে এই দুজনের লাই স্থায়ী হয়েছিল ৪ ঘণ্টা ৪২ মিনিট। সিনারকে রবিবার ফাইনালে ৪-৬, ৬-৭ (৪-৭), ৬-৪, ৭-৬ (৭-৩), ৭-৬ (১০-২) ব্যবধানে হারলেন আলকারাস।এই নিয়ে চতুর্থ গ্র্যান্ড

হেসেছেন চ্যাম্পিয়নের হাসি। আলকারাস শুরুর প্রথম সেট সিনারের কাছে হারেন ৬-৪ গেমে। হাড্ডাহাড্ডি লাই জমে ওঠে দ্বিতীয় সেটে। টাইব্রেকারে ৭-৬ (৭-৪) ব্যবধানে জিতে সিনার প্রথমবার এই ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলেন। তৃতীয় সেটে সিনারকে ৬-৪ গেমে হারিয়ে ঘুরে দাঁানোর ইঙ্গিত দেন আলকারাস।চতুর্থ সেটে এক পর্যায়ে ৩-৩ সমতায় থাকার পর আলকারাসের সার্ভিস ব্রেক করে এগিয়ে যান সিনারা। সিনার ব্যবধান বাড়ি য়ে নেন ৫-৩ গেমে। আলকারাসও এবার পাল্টা নেন।

৬-৬ সমতার পর টাইব্রেকারে ৬-৫ ব্যবধানে জেতেন। এরপর ম্যাচের ভাগ্য গায় পঞ্চম সেটে। শিরোপা দিবার্থী এই সেটও ছিল রোমাঞ্চে ভরা। সিনারের সার্ভিস ব্রেক করে আলকারাস এগিয়ে যান শুরুতেই। ছন্দ হারিয়ে ৬-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে মেজাজে হারান সিনারা। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পর্যায়ে ৬-৫ ব্যবধানে এগিয়ে যান তিনি। পরের গেমেই দুর্দান্ত খেলে ৬-৬ সমতা ফেরান আলকারাস। টাইব্রেকারে গড়ায় এই সেটের ভাগ্যও সেখানে ১০-২ ব্যবধানে জিতে শেষ হাসি হাসেন আলকারাস।

পুরীতে তুঙ্গে রথযাত্রার প্রস্তুতি

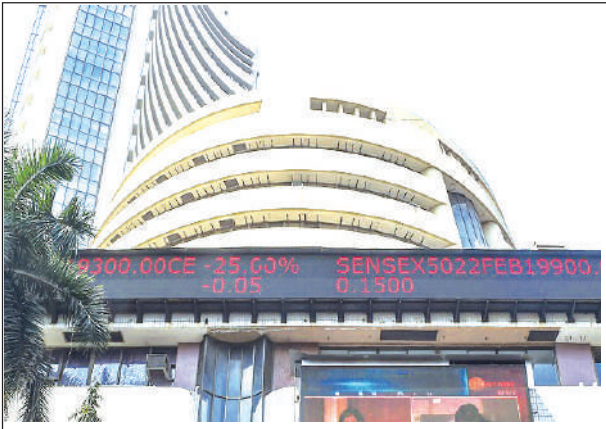


পুরী, ৯ জুন : জগন্নাথের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ওড়িশার পুরীতে প্রস্তুতি তুঙ্গে। এবছর ২৭ জুন শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই মহোৎসব, আর ৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে ‘ বাহাদা যাত্রা’।রথ তৈরির কাজ থেকে শুরু করে ভক্তদের ভিড় সামলাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, সব কিছুতেই এখন টানটান প্রস্তুতি। নিরাপত্তা ও জনসমাগম সামাল দিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি গোয়েন্দা, আইন-শৃঙ্খলা, রেল এবং উপকূলীয় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে এই রথযাত্রা উৎসব সূত্ভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে।

ভিডিও ছবির মাধ্যমে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত

কলকাতাঃউচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধায় রাজ্য সরকার অনলাইনে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ভিডিও ছবির মাধ্যমে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংসদের থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাবাসে থাকা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের ধরন, উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা আলোচনা করবেন বলে জানানো হয়েছে। পর্ষদের ওয়েবসাইট ছাড়াও ফেসবুক পেজে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা এই ক্লাস করতে পারবেন বলে জানান।

সোমবার সকালে উঠলো দেশের শেয়ার বাজার



মুম্বই, ৯ জুনঃগত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণনীতি ঘোষণার পরে মাথা তুলেছিল দেশের শেয়ার বাজার। সোমবার সপ্তাহ শুরুর সকালে সেই অগ্রগতি বজায় থাকল। সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ সেনসেজ উঠে হয় ৮২,৫৮৩.১৮। নির্ফটি ২৫,১৩২.৭৫-এ পৌঁছেছে। মুম্বার বাজারের প্রাথমিক লেনদেনে ডলারের নিরিখে কিছুটা উঠেছে টাকাও। এ দিন লন্ডনে আমেরিকা এবং চিনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে শুল্ক সংক্রান্ত বৈঠক হওয়ার কথা। তার আগে কিছুটা এগিয়েছে এশিয়ার বিভিন্ন বাজার।

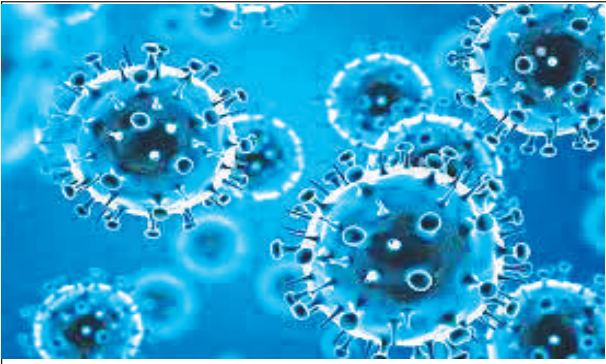
মধ্যপ্রদেশের পোশাক কারখানায় বিধবৎসী আগুন

বুরহানপুর, ৯ জুন : মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর জেলাতে রবিবার রাতে একটি পোশাক কারখানায় আগুন লাগে। হঠা আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। দ্রুত ছুটে আসে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। আগুন নেভাতে পাশের জেলা থেকেও দমকল বাহিনীর ইঞ্জিন নিয়ে আসা হয়।ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বুরহানপুরের এসডিএম। তিনি জানান, প্রশাসনিক আধিকারিকরা এখানে রয়েছেন। অন্য জেলা থেকেও দমকলের ইঞ্জিন আনা হয়েছে। আগুন নেভানোর কাজ চলছে। কীভাবে আগুন লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এখনও কোনও হতাহতের খবর নেই।

বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে অমিত শাহর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে অমিত শাহ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানেন। এদিন তিনি জানান, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আদিবাসী পরিচয়ের প্রতীক ভগবান বিরসা মুন্ডা জির মৃত্যুবর্ষিকিতে বিশ্রস্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।যে দৃঢ় সংকল্প এবং সীমিত সম্পদের সাহায্যে ‘ ধরতি আবা’ আদিবাসী, শোষিত ও বঞ্চিতদের কষ্টস্বর হয়ে ওঠেন এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তা দেশের তরুণদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতার এক নতুন বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করে।উপজাতি সমাজকে মান ও আত্মমর্যাদার সমৃদ্ধ করতে অমূল্য অবদান রেখেছিলেন ভগবান বিরসা মুন্ডা জি। তিনি দেশবাসীর স্মৃতিতে সর্বদা জীবিত থাকবেন বলে মনে করা হয়েছে।

দেশজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬ হাজার পার, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত ৬



নয়াদিল্লি, ৯ জুন : দেশজুড়ে ফের করোনার চোখরাঙানি। দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া করোনা উদ্ভেগে আরও বাড়িয়েছে। উদ্ভেগ বাড়িয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সতর্ক রয়েছে। মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত করোনায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬১৩৬ জন হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ৩৭৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৬ জন রোগী মারা গেছেন। মৃতদের মধ্যে কর্ণাটকের ২ জন, কেরলের ৩ জন এবং তামিলনাড়ুর একজন রয়েছেন।কেরলে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৫০। এরপর রয়েছে গুজরাটে ৮২২ জন, দিল্লিতে ৬৮৬ জন সক্রিয় রোগী বলে জানা গেছে।

দিল্লিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ, প্রতিবাদে পথে জনতা

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : দিল্লির দয়ালপুর এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার রাতে রাস্তায় নামলেন নাবালিকার পিতা। এরাও দায়িত্ব নিয়ে রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬১৩৬ জন হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ৩৭৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৬ জন রোগী মারা গেছেন। মৃতদের মধ্যে কর্ণাটকের ২ জন, কেরলের ৩ জন এবং তামিলনাড়ুর একজন রয়েছেন।কেরলে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৫০। এরপর রয়েছে গুজরাটে ৮২২ জন, দিল্লিতে ৬৮৬ জন সক্রিয় রোগী বলে জানা গেছে।

দুরন্ত বার্তা রাশিফল

মেঘঃ আপনার কাজ ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন । স্বচ্ছায়া আপনি ভালো সময় কাটাবেন । আপনি সকলের পরিচিতি লাভ করতে চান । নিজের এই উচ্চাকাঙ্খা আপনি শীঘ্রই পূরণ করতে সক্ষম হবেন।

বৃষঃ আজকে আপনি বেশিরভাগ সময়টা নিজের স্বাস্থ্যর উপর নজর দেবেন। ব্যবসায়িক মধ্যাহ্নভোজনে কিছু বাকি থাকা আলোচনা সফল হবে । গবেষণার কাজ আশাতীত ভালো যাবে।

মিথুনঃভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনার প্রেমসীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হতে পারে। আপনার কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে প্রহ্ন-নক্ষত্র আপনার অনুকূলে নাও থাকতে পারে, কাজেই ফটিকা জাতীয় কার্যকলাপ বিশেষত জুয়া খেলাতে জড়িয়ে পারেন না। আপনার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতেই তৃপ্ত থাকতে শিশুনা।

কাজের জায়গায় আপনার যোগাযোগের ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আপনি মিথিৎ ও আলোচনাসভা নিয়ে প্রবল ব্যস্ত থাকবেন। আপনার পেশাদারী মনোভাব প্রশংসিত হবে।

কর্কটঃআপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনারদের প্রেমের মনোভাব প্রশংসিত করে। জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের শিক্ষা প্রঞ্জলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে। দিনের পরের দিকে ফটিকা জাতীয় কাজকর্ম করলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। সংক্ষেপে বললে, আর্থিক দিক আপনার ভালো যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করবেন না। এই সময়ে যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সম্মুখীন হবেন, সেগুলি লিখে রাখতে ভুলবেন না। শেষ পর্যন্ত দিনটি ইতিবাচকভাবে শেষ হবে।

সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিহাতি ব্যক্তির তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে।

কন্যার্কোনঃ সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিণীম মুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোনিকল আপনার মনকে স্মৃতিমন্দির করে তুলতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু মজার মুহূর্ত কাটাতে পারেন। **তুলাঃ**সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হ্রদয় উজা। করে দিতে চাইবেন।

বৃশ্চিকঃ ব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। জটিল পরিস্থিতি আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু আপনার প্রিয়জন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

শনুঃবিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেমসীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে। **মকরঃ**প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় ব্যয় করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীক সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।। **কুম্ভঃ** আপনি হয়তো একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেয়ে ও নিরস হয়ে উঠবে। **মীনঃ** রোমান্টিক দিক থেকে আপনি হয়তো আনন্দের সর্বোচ্চ শিখরে থাকবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু আনন্দময় মুহূর্ত আপনার মেজাজ পালটে দেবে। একটি আনন্দঘন ও মধুর সম্পর্ক মুকুলিত হতে পারে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে জারি অস্বস্তিকর আবহাওয়া। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে দুই ২৪ পরগনা ও কলকাতা সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। মঙ্গলবার ও বুধবার এই বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি থাকবে। আবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাগুলি যেমন দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। যদিও, বর্ষা প্রবেশ করে গেলেও প্রবল বৃষ্টি নেই উত্তরে। যার জেয়ে কিছুটা হলেও দিনের বেলা তাপমাত্রার পারদ উর্জমুখী। জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট ।
ভাটা-সকাল ১০টা ৫২মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট ।
সূর্যোদয় : সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতেপারে ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৮৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার ২৫ জৈষ্ঠ ১৪৩২

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছয়-দশমিক-পাঁচ শতাংশ পরিসংখ্যানের আড়ালে

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দেশের বার্ষিক আর্থিক প্রবৃদ্ধি ছয় দশমিক পাঁচ শতাংশে এসে ঠেকেছে। সংখ্যা প্রথম দর্শনে যেথন্ত আশাব্যঞ্জক বলে মনে হতে পারে, বিশেষ করে যখন বৈশ্বিক অর্থনীতি এখনও যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি এবং সরবরাহ-শৃঙ্খলের টানাপোড়েনে দিশেহারা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাসের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এই যুদ্ধির হার উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় হারের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে। কিন্তু এই পরিসংখ্যানকে একেবারে নিঃশর্তভাবে ইতিবাচক ধরে নেওয়া কতটা যৌক্তিক? উন্নয়নের সংখ্যা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ফরাক, এই সোচ্চারটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে; এই ছয়-দশমিক-পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে সমাজের কোন শ্রেণি উপকৃত হচ্ছে? এই প্রবৃদ্ধি কি সমগ্র জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে, না কি ধনী-দরিরের ব্যবধান আরও প্রকট করে তুলবে? বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে, কর্পোরেট মুনাফা এবং শেয়ারবাজারের সূচক যতই উর্ধ্বমুখী হোক না কেন, নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনে তার প্রভাব সীমিত। শ্রমবাজারে স্থায়ি় নেই, কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, এবং মূল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি দৈনন্দিন জীবনে চোখে পরবে। প্রবৃদ্ধির হার যদি জনজীবনের মান উন্নত করতে না পারে, তবে তা কেবল একটি গ্ল্যামারাস পরিসংখ্যান হিসেবে থেকে যায়। ভারতের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যা বিশাল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ, সেখানে প্রবৃদ্ধির গুণমান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ না বাড়লে এই প্রবৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী হবে না। বাস্তবতা হলো, কৃষি খাত এখনও দেশের একটি বৃহৎ অংশকে জীবিকা দেয়, অথচ ওই খাতে রাজস্ব ব্যয় এবং নীতিগত অগ্রাধিকার অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত নয়।
কিভাবে, ৭ ামিখ অঞ্চলকে স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার দূর্বৃত্ততা সামগ্রিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রবৃদ্ধির হারে এই বিষয়গুলোর প্রতি ফলন তেমনভাবে দেখা যায় না, কিন্তু রাজস্বের দায়িত্ব এড়ানো যায় না। যদি আমরা মূল চালিকাশক্তিগুলো দিকে তাকাই, তাহলে পরিষেবা খাত এবং কিছু নির্দিষ্ট শিল্পখাত যেমন প্রযুক্তি ও নির্মাণ, প্রবৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। তবে এই খাতগুলিতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম এবং দক্ষতা শীর্ষ। এর মানে, সমাজের একটি বৃহৎ অংশ, যারা এখনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত, তারা এই প্রবৃদ্ধির সরাসরি সুবিধাভোগী হতে পারছে না। অন্যদিকে, শ্রমনির্ভর খাত যেমন টেক্সটাইল বা হস্তশিল্প, সেগুলি পর্যাপ্ত সহায়তা পাচ্ছে না, যার ফলে এসব খাতের কর্মীরা ক্রমশ হারে পিছিয়ে পড়ছে। এই প্রবৃদ্ধি আদৌ টেকসই কি না, সেটাও ভাবার বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য সংঘাতের মতো বহিরাগত ঝুঁকি আগামী দিনে অর্থনীতিকে বড় রকমের খাঁচা দিতে পারে। এ ছাড়াও, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য, সামাজিক মরেকরণ, এই সমস্ত বিষয় অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা শুধুমাত্র সংখ্যাতন্ত্র নয়, বরং সমাজের ভারসাম্য এবং সহনশীলতার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবার যদি রাজস্ব ব্যয় এবং সরকারি নীতির প্রসঙ্গ তুলি, তাহলে দেখা যায়, সরকার মূলত বড় অবকাঠামো প্রকল্পে ও কর্পোরেট কর রিয়ায়তে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। এতে দীর্ঘমেয়াদে কিছু সুফল মিললেও স্বল্পমেয়াদে গ্রামীণ কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা বা ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ থাকছে না। প্রান্তিক মানুষের হাতে সরাসরি নগদ সহায়তা বা নূ নেতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার প্রয়াস অকেসে ক্ষেত্রেই লোক দেখানো মাত্র। এই প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সরকারি পরিংখ্যান এবং স্চয়্যের ষ্ট্রাে। সাম্প্রতিক সময়ে জিডিপি পরিমাপ এবং শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদই মনে করেন যে সরকারি পরিসংখ্যান যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়, অথবা কিছু তথ্য উদ্দেশ্যপ্রসাদিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে না। যদি সত্যিই প্রবৃদ্ধি হয়, তবে তার প্রভাব কেন বেকারত্ব হারের হ্রাসে বা মাথাপিছু আয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন আজ ঘুরেফিরে আসছে। এখনও সময় আছে, সরকার এবং নীতিনির্ধারণকরা যদি এই ছয়-দশমিক-পাঁচ শতাংশ প্রবৃদ্ধিকে একটি ‘সমবন্দিত’ ও ‘মানবিক’ প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তরিত করতে চান। শুধুমাত্র বড় কর্পোরেট এবং শব্দের মধ্যবিত্তের উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনও এক সামগ্রিক হতে পারে না। গ্রামীণ অর্থনীতি, নারীশক্তির ক্ষমতায়ন, শিক্ষার সর্বজনীনতা এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার বিকাশ; এই চারটি দিককে প্রাধান্য দিতে না পারলে প্রবৃদ্ধি এই সংখ্যা ভরিয়াকে ফাঁকা প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়াবে। সবসময় বলা যায়, ছয়-দশমিক-পাঁচ শতাংশের এই বার্ষিক আর্থিক প্রবৃদ্ধি একদিকে যেমন একটি সজ্ঞাবনার জানালা খুলে দেয়, অন্যদিকে সতর্কবার্তাও দেয়। পরিসংখ্যানের আড়ালে লুকিয়ে থাকে বহু না বলা গল্প;বেকার তরুনের হাহাকার, কৃষকের ক্ষোভ, অথবা গ্রামবাংলার প্রান্তিক নারীর স্বাস্থ্যহীন জীবন। এই সব কিছুকে অত্ন্তত্ব না করলে প্রবৃদ্ধি যত বড় সংখ্যাই হোক না কেন, তা কেবল পৃষ্ঠতলে কচকে, ভিতরে ফাঁপা। বাস্তব পরিবর্তন তখনই আসবে, যখন এই সংখ্যাগুলি জীবনের গভীরে পৌঁছবে। আর ততদিন পর্যন্ত, এই ছয়-দশমিক-পাঁচ শতাংশ কেবল অর্থনীতির একপাক্ষিক বিজয়গাথা হিসেবেই থেকে যাবে।

তৈরী হতে চলেছে

জ্যোতি বসুর বায়োপিক



দুরন্তবার্তা, ৯ জুন : ভারতীয় রাজনীতির কিংবদন্তী পুরুষ জ্যোতি বসুর বায়োপিক তৈরী হতে চলেছে। একটানা তেইশ বছর ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বাঙালির বহু আশার আলো এবং আন্দোলনের অঙ্গরকারও বটে। কারণ ‘এতিহাসকে ভুলে’ ফসকে গিয়েছিলো বাঙালির প্রধানমন্ত্রী হওয়া। বলা বাহুল্য তিনি জ্যোতি বসু। এবার বড়পর্দায় জীবন্ত হয়ে উঠবেন তিনি! জ্যোতি আবেগে শান দিতে পারলে তাঁকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে বায়োপিক, এমনটাই খবর সিপিএম সূত্রে। কাকে দেখা যাবে জ্যোতিবাবুর চরিত্রে? এখনও তা চূড়ান্ত না হলেও বাসিরদীন শায়ের কথা অনেকে ভেবিছেন। সম্পূর্ণ সিপিএমের পাটি ফাঙে তৈরি হতে চলেছে জ্যোতি বসুর বায়োপিক। ইতিমধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কথা হয়েছে বাসিরদীন শাহর মতো অভিনেতাদের সঙ্গে। জানা গিয়েছে, আগামী বছরের শুরু থেকে আরম্ভ হবে ছবির প্রিপ্রোডাকশনের কাজ। জ্যোতি বসু রিসার্চ সেন্টারের ব্যানারে এই বায়োপিক তৈরি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সিপিএমের দরফে। ভারতীয় রাজনীতির এই অনান্য চরিত্রের স্ব জ্ঞান ও অজানা তথ্য তুলে ধরা হবে জীবনীমূলক ছবিটিতে। ইতিমধ্যে কলকাতা ও মুম্বইয়ের একাধিক পরিচালকদের সঙ্গে কথা বলেছে আলিমুদ্দিন স্টিউ নেতুড্ড। এই বিষয়ে স্বীয়ান সিপিএম নেতা রবিন দেব জানিয়েছেন, জ্যোতিবাবু এমন অনেক কাজ করে গিয়েছেন যা অনেকরই অজানা। এবার সেগুলিই তুলে ধরা হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বায়োপিকে।

অনুকূলচন্দ্রের বাণী



চরিত্র

ইষ্ট-সংশয় যার মধুর; বাক্ ও ব্যবহার য়া’র মিষ্টি; এমন-কি, মন্দনিরোধও য়া’র তৃপ্তিপ্রদ, সৃষ্ট মানুষ সে, বৈশিষ্ট্য তার ফুটে’ ওঠে; বাঞ্চ্যে। মানুষকে আপন করে তুলতে যত্নবান হও বাঞ্চ, ব্যবহার ও আনুগত্য ভিতর-দ্বিজে- দানে, গ্রহণে, পরিত্যায়, ক্রটি-ক্লিচ্ছাতিকে সপোশোন করে শুভ-সৌজনে। ব্যক্তিত্ব এমনি কর’ই প্রসাদবিশি বৈশিষ্ট্য যে যেমন শক্ত; হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি থেকে সে তেমনি আহরণ করতে পারে তা’র পরিপোষণী য়া’; আর, দুর্বল-বৈশিষ্ট্য য়া’রা তা’রা সাধারণতঃ এ’ আহরণের মজ্জায় পরিপোষণিই হ’তে থাকে ক্রমশঃ; পরিস্থিতিতে আত্মবিলয় করে, উৎকর্ষায় হ’য়ে উঠতে পারে না তা’রা। উন্নতি যেখানে প্রকৃষ্ট, চরিত্রগত, বিনে, সেখানে স্বঃঃ,স্বাভাবিক। পূর্য্যগাম জ্ঞানী হওয়া তো ভালই; কিন্তু ওর সাথে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিনয়ী হওয়া আরো ভাল।

পাহাড় ডাকছে বিপদের বার্তা

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার চাপে ভারতের পার্বত্য অঞ্চল

ভারতের পার্বত্য অঞ্চলগুলি, যেগুলি একসময় প্রকৃতির নিখিল শোভা ও পরিবেশগত ভারসাম্যের প্রতীক ছিল, আজ তারা বিপদে মুখে। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম কিংবা দার্জিলিংয়ের মতো অঞ্চল ক্রমশই হয়ে উঠছে ধ্বংসের সজ্জায ক্লেমবিশূ। এই ধ্বংসের মূলে রয়েছে একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্য্যব প্রভাব, আর অন্যদিকে সরকারের অসংবেদনশীল ও পরিকল্পনাহীন উন্নয়ননীতি। সম্প্রতি পাহাড়ি অঞ্চলে যে ধস, বন্যা, আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্তন কিংবা হিমবাহ ভেঙে পড়ার মতো ঘটনা ঘটছে, সেগুলির পুনরাবৃত্তি কেবল ভবিষ্যতের এক অন্ধকার চিত্রই আঁকছে না, বরং আমাদের প্রশাসনের উদাসীনতার নির্মম বহিঃপ্রকাশ ঘটচ্ছে। পরিবেশবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই সতর্ক করে আসছেন, পাহাড়ি অঞ্চলের ভৌগোলিক গঠন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এখানকার মাটি নরম, নদী ও জলপ্রবাহ গুলি দ্রুতগতির, এবং ভূমির উচ্চতা একাধিক স্তরে বিভক্ত। ফলে, একটু বাড়তি চাপেই এখানে ধস নেমে আসার আশঙ্কা প্রবল। অথচ, এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এখানে চলছে যাত্রাের রাস্তাঘাট, রেলপথ, বড় বড় হাইড্রো প্রকল্প এবং পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নের নাম করে পাহাড় কেটে নির্মাণকাজ। একদিকে পাহাড়ের প্রাণহীনকরণ, অন্যদিকে অবিরাম বৃক্ষহ্রেন; সব মিলিয়ে পরিবেশের যে স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল, তা আজ প্রায় লুপ্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের সংগ্ৰাসী প্রভাব। গ্রীষ্মে অস্বাভাবিক তপপ্রবাহ, বর্ষায় অতিবৃষ্টির ফলে ভূমিকস, এবং



শীতেও বরফের গলন অনিয়মিতভাবে দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলি পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনকে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কৃষি, পশুপালন এবং স্থানীয় পর্যটন অর্থনীতিতে প্রভাব পড়ছে সরাসরি। মানুষজন ঘরছাড়া হচ্ছেন, বসতিভিটা হারাচ্ছেন, বহু স্কুল-হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জীবনের সমস্ত স্তরে অনিরাপত্তা এবং আতঙ্ক দানা বাঁধছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার যেভাবে দায়িত্ব পালন করছে, তা আরও উদ্বেগজনক। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়

প্রস্তুতি প্রায় নেই বললেই চলে, অন্যদিকে অবৈজ্ঞানিক উন্নয়নকাজকে উন্নয়নের আচ্ছাদনে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। বড় প্রকল্প গ্রহণের আগে প্রয়োজনীয় পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন (ইমপ্যাইএ) অনেকেক্ষেত্রেই হয় না, অথবা যেভাবে হওয়া উচিত, সেভাবে করা হয় না। স্থানীয় মানুষজনের মতামত, ভূমিপূত্রদের প্রয়োজন কিংবা পরিবেশগত সতর্কবার্তা; সবই এক প্রকার এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে একের পর এক বিপর্যয় আসছে, কিন্তু প্রশাসন শুধুই তাৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ এবং যোগাধার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে

যাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডের জৈশিমটে ভূমিধসের ঘটনা হোক বা সিকিমে হিমবাহ ফেটে আসা হড়পা বান, এই সমস্ত ঘটনাগুলো বারবার প্রমাণ করছে যে পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে অপরিরক্কিত উন্নয়নের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে। তবুও যেন শিক্ষা নেওয়ার আাহ প্রশাসনের নেই। বরং প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ‘দুর্ভাগ্য’ বলেই দায় সেরেছে বহুবার। অথচ দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং পুনর্গঠনে একটি সুসংহত এবং টেকসই রোডম্যাপ তৈরি করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। সেই কাজ এখনো গুরুই হয়নি। আরও উদ্বেগের

কান চলচ্চিত্র উৎসবে ঐশ্বর্য রই বচন এক অভিজাত ভারতীয় প্রতিনিধির সুশোভিত পদচারণা



ফ্যাশন, সিনেমা ও নারীর সৌন্দর্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে এক অভিজাত ভাষা লাভ করেছে। কান-এর মতো বৈচিত্রময়, রুচিসম্পন্ন ও শিল্পপ্রেমী দর্শকের কাছে ঐশ্বর্য ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির এক নন্দনিক প্রতীমূর্তি। তাঁর ভঙ্গি, শালীনতা ও আত্মপ্রত্যয় সেই বার্তাকেই শক্তিশালী করে তোলে। এবারের উৎসবে ঐশ্বর্য যে পোশাক পরে হাজির হবেন, তা নিয়েও আলোচনা কম হয়নি। একদিকে তার গ্ল্যামারাস ডিজাইন এবং অন্যদিকে ভারতীয় রঙের স্পর্শ; এই দুইয়ের এক অপূর্ণ মেলবন্ধন ঘটে তাঁর প্রতিটি উপস্থিতিতে। কিন্তু এই বাহ্যিক রূপের আড়ালেও রয়েছে তার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস এবং একটি জাতির প্রতিনিধিত্ব করার গভীর দায়িত্ববোধ। কান-এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঐশ্বর্য কেবল একজন অভিনেত্রী নন, বরং ভারতীয় নারীশক্তির এক জীবন্ত প্রতিক্ষবি। ঐশ্বর্য রই বচনের এই আন্তর্জাতিক উত্থান কেবল তাঁর রূপ বা স্টাইলের ফল নয়। এটি এক দীর্ঘ কর্মজীবনের ফসল, যেখানে রয়েছে বিশ্ব সুন্দরীর খেতাব, বলিউডে সুদীর্ঘ পথচলা এবং হলিউডে পদার্পণ; যা সবমিলিয়ে তাকে গ্লোবাল সেলেব্রিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি

সংগ্রাম ও প্রথার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়, ঐশ্বর্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এক ধরনের অনুপ্রেরণাও বটে। এছাড়াও, তাঁর উপস্থাপনায় ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনারদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। বহু নতুন ডিজাইনারের প্রতিভা পোশাক আজ কান উৎসবে ঐশ্বর্যর গায়ে উঠে পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তর ফ্যাশন মানচিত্রে। অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতি একাধারে অভিনেত্রী, মডেল ও কূটনীতিকের সংমিশ্রণ। ফ্যাশনের মধ্য দিয়ে কূটনীতি সত্ত্বা, তা তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন। তবে এর পাশাপাশি এটাও বলা জরুরি যে, এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের পিছনে রয়েছে এক নারী শিল্পীর অবিরাম সংগ্রাম, আত্ম অনুযায়িত্ব এবং নিজের প্রতিভায় বিশ্বাস রাখার মানসিক দৃঢ়তা। ঐশ্বর্য বহুবার ব্যক্তিগত জীবনের নানা চর্চার মাঝেও নিজের পেশাদারিত্ব অটুট রেখেছেন। তাঁর এই অবিচলতা আগামী প্রজন্মের নারীদের জন্য এক রোল মডেল হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত ঐশ্বর্য রই বচনের কান যাত্রা কেবল এক ব্যক্তিগত কেরিয়ারের অধ্যায় নয়, বরং একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতির গর্বিত প্রচুর। তাঁর অনুপম উপস্থিতি, তাঁর রুচিসম্পন্ন অভিব্যক্তি, এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস শুধু ভারত নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পভাবনাকে বিশ্বমঞ্চে একটি স্বীকৃত জাগরণ পাঠাবে। এই সময়ে যখন ভারতীয় সিনেমা নিজস্ব ভাষা ও শিল্পচিন্তা নিয়ে বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বমিতে জাগরণ করে নিতে চাইছে, ঐশ্বর্য রই বচনের মতো প্রতিনিধির প্রয়োজন আরও বেশি। কান-এর রেড কার্পেটে তাঁর আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ভারত শুধু সিনেমার রাজ্য নয়, রুচি, নাদানিকতা এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানেও বিশ্বে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর মধ্যে প্রতিকলিত হয় সেই ভারত, যা অতীতকে গর্বের সঙ্গে ধারণ করে এবং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে আত্মবিশ্বাসে ভর করে।

লুকা মদ্রিচের ব্যালন ডি’অর জয় মেসি-রোনালদোর একচেটিয়া সাম্রাজ্যে ইতিহাসের সূচনা

২০১৮ সালের ব্যালন ডি’অর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ফুটবল ইতিহাসকে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত তৈরি করেছিল। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই পুরস্কার ছিল দুই কিংবদন্তি ফুটবলারের; লিওনেল মেসি এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মধ্যে ঘুরপাক খাওয়ার মতো। কিন্তু সেই নো গতিপথ থেকে ছিটকে এসে, ক্রোয়েশিয়ার ক্ষুদ্র জাদুকর লুকা মদ্রিচ যেন যেন রচনা করলেন ফুটবল মহাকাব্যের এক নতুন অধ্যায়। তার ফলে উঠল ২০১৮-র ব্যালন ডি’অর, ফুটবল বিশ্বের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সম্মান। এবং তাতেই কেঁপে উঠল দুই মহারথীর অবিসংবাদিত অধিপত্য। এই বিজয় নিছক এক পুরস্কার জয় নয়, বরং এক ধরনের প্রতীকী বিপ্লব। ২০০৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই পুরস্কার ভাগ করে নিয়েছিলেন কেবল মেসি এবং রোনালদো। বিশ্বের সকল ফুটবল সমর্থক একপ্রকার ধরে নিয়েছিলেন, ব্যালন ডি’অর মানেই এই দুই মহাতারাকর কৃতিত্বের স্বীকৃতি। কিন্তু ২০১৮ সালে মদ্রিচ প্রমাণ করে দিলেন, প্রতিভা, পরিশ্রম ও নেতৃত্বগত যোগ্য নিষ্ঠুভাবে একত্রিত হয়, তাহলে ইতিহাসকেও পাটে দেওয়া যায়। রিয়াল মাদ্রিদের এই মিডফিল্ডার দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাব ও দেশের হয়ে অসামান্য অবদান রাখছিলেন। তবে তাঁর উত্থান আসল স্বীকৃতি পায় ২০১ সালেই বিশ্বকাপে। রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়া

দলকে নেতৃত্ব দিয়ে মদ্রিচ পৌঁছে গিয়েছিলেন ফাইনালে। একটি ছোট্ট দেশের এই অসাধারণ অভিযান ছিল বিশ্ব ফুটবলের জন্য এক রূপকথার মতো। এবং সেই রূপকথার কেন্দ্রে ছিলেন মদ্রিচ,যাঁর পথচলাে ছোয়ায় মাঝমাঠের ছন্দ যেন সঙ্গীতের মতো বেগে উঠছিল। ক্রোয়েশিয়া বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও, বিশ্ব ফুটবলে তাঁদের লড়াই ও জেদ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল লক্ষাধিক মানুষকে। এবং সেই দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে মদ্রিচ কেবল একজন ক্রোয়েশীয় মিডফিল্ডার হিসেবে নয়, এক প্রকৃত বিশ্বকাপের হিরোও নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। গোটা টুর্নামেন্টে তাঁর দৃষ্টিদলন পাস, দীর্ঘখণ্ট দৌড়ে যাওয়া, ঠান্ডা মাথায় খেলার নিয়ন্ত্রণ এবং ডিফেন্স ও অ্যাটাকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে যাওয়া দেখে ফুটবল বিশ্ব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ক্লাব স্তরেও মদ্রিচের অবদান ছিল অনন্য। ২০১৭-১৮ মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদকে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিলেন তিনি। টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার রেকর্ডে মদ্রিচ ছিলেন কাগজের ভূমিকায়। খেলার নিয়ন্ত্রণে তার প্রভাব, প্রতিপক্ষের আক্রমণ ছেড়ে দিতেই হোক বা পাসের ছন্দে খেলা সাজিয়ে নিতে-সব ক্ষেত্রেই তার দক্ষতা অনন্য। ওই সময়ে ইউরোপীয় ফুটবলে লুকা মদ্রিচ ছিলেন এক অতুলনীয় স্রষ্টা। এই পটভূমিতে যখন ব্যালন ডি’অরের নাম ঘোষিত হয়, গোটা ফুটবল জগতের

নিঃশ্বাস এক মুহূর্তের জন্য আটকে গিয়েছিল। মেসি-রোনালদোর বাইরে কেউ এই পুরস্কার জিতবেন, এমনটা কেউ আশা করেননি। কিন্তু ফিফা ও ফ্রান্স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন রায় স্পষ্ট ছিল;২০১৮ সালে মদ্রিচ ছিলেন সর্বোচ্চ প্রাপ্য ব্যক্তি। এই পুরস্কার পেয়ে নিজেরও অবৈজ্ঞাত্যভিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে মদ্রিচ বলেছিলেন, “এই পুরস্কার আমার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এটা আমার একার নয়, আমার সখীরা, কোচ, পরিবার এবং দেশের-যাঁরা আমার সবসময় বিশ্বাস করেছেন।” এই জয়ের মাধ্য দিয়ে ফুটবল জগতের নতুন বার্তা দিয়ে। প্রতিভা কেবল গোলমারংখ্যায় মাথা যায় না, বরং দলের জন্য নিবেদন, নেতৃত্ব ও খেলায় হৃদে তৈরির ক্ষমতাও একজন খেলোয়াড়ের অসামান্য করে তোলে। মেসি কিংবা রোনালদোর চাঞ্চল্যার স্কোরার হলেও, মদ্রিচের মতো খে খেলোয়াড়রা সেই ভিত্তি তৈরি করেন যাঁরা ওপর দাঁড়িয়ে একজন খেলোয়াড়ের প্রকাশ সন্মাননা, যে একজন সংগঠক, একজন রণকৌশলীও বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হতে পারেন। এটা সেই বার্তা বহন করে যে, ফুটবলে শুধুমাত্র স্টাইলকাপের নয়, প্রতিটি পজিশনের খেলোয়াড়ের মূল্য আছে।

বিষয় হলো, প্রশাসনিক ব্যর্থতার বলি হয়ে পড়ছেন পাহাড়ি অঞ্চলের প্রান্তিক জনগণ। যারা দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশবান্ধব জীবন যাপন করে এসেছেন, তারা এখন নিজস্বের ভূমিতে পরবাসী। জমি হারাচ্ছে, জীবিকা হারাচ্ছেন, কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের কোন সুপরিরক্কিত উদ্যোগ নেই। বরং ধনী পল্টিক এবং নির্মাণ শিল্পের স্বার্থ রাঙ্কি হয়ে উঠেছে নীতিনির্ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য। পাহাড়ের ভূমিপূত্রদের জীবন আর সংস্কৃতি;সবই আজ অর্থনীতির পরে পরিণত হয়েছে। এখানে মনে রাখা জরুরি, এই সংকট কেবল পরিবেশগত নয়, রাজনৈতিক এবং নৈতিকও বটে। একদিকে ভারত আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে পরিবেশরক্ষা নিয়ে নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে এই প্রতিশ্রুতির বাস্তব প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার নামে প্রকল্প গৃহীত হলেও, সেগুলির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। প্যারিস চুক্তি বা গ্লাসগো যোগাধা শুধুই কাগজে থেকে গেলে পাহাড় রক্ষা হবে না। দরকার স্থানীয় বাস্তবতা এবং বৈজ্ঞানিক পরামর্শের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণ। দুর্যোগ পীড়িত এলাকাগুলোকে ‘ইকো-সেনসিটিভ জোন’ হিসেবে ঘোষণা করে সেখানে নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন নীতি চালু করা এখন সমাজের দাবি। সবচেয়ে আশঙ্ক্যর কথা হলো, এই সমস্যায় নৈতিকতাও নষ্ট হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, যার কেন্দ্রে থাকবে পরিবেশ, সমাজ এবং সংস্কৃতির ভারসাম্য। শুধু অবকাঠামো

তৈরি করলেই উন্নয়ন হয় না, সেই অবকাঠামো মানুষ এবং প্রকৃতির উপযোগী কি না, সেটাও দেখতে হয়। সরকারকে এক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ, পরিবেশবিদ, এবং স্বতন্ত্র গবেষকদের একত্রে নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। এবং সেই পরিকল্পনা হতে হবে স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং দীর্ঘস্থায়ী। এই মুহূর্তে পাহাড়ি অঞ্চলগুলি এক ধরনের পরিবেশগত সংকটের মুখে মুখি, যার ফলাফল আগামী দশকে আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। পাহাড়ের নদী শুকিয়ে গেলে, বন উজাড় হলে, মাটি নেমে গেলে কিংবা জীববৈচিত্র্য হারিয়ে গেলে কেবল স্থানীয় জনগণই নয়, গোটা দেশের ওপর তার প্রভাব পড়বে। কারণ এই প্রকৃতি অঞ্চলগুলি শুধু পর্যটনের কেন্দ্র নয়, বরং জলাভরা, প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণকারী অঞ্চল হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, ভারতের হিমালয় ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের রক্ষা এখন আর নিছক এক রাজ্যের দায় নয়, এটি জাতীয় কর্তব্য। আর এই কর্তব্য পালনের জন্য যা দরকার তা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকৃতি ব্যববার আমাদের সতর্ক করছে;পাহাড়ি যদি অমান্ত্রিতভাবে হস্তক্ষেপ চলতে থাকে, তবে তার প্রতিশোধ হবে চূড়ান্ত ও নির্মম। এখনই সময় জেগে ওঠার। পাহাড় যদি আত্ম মায়ের অঙ্গরকার ভবিষ্যতের বার্তা পাঠাচ্ছে, তবে তাকে বোঝা এবং সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়া আমাদেরই কর্তব্য। নচেত, এই পাহাড় আর ডাকবে না;তখন তার শুধু ধ্বংসের ধ্বনি শোনা যাবে।

কাকদ্বীপের মৎস্যজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ইসরোর প্রযুক্তির

দুরন্তবার্তা, দং ২৪ পরগনা, ৯ জুন : হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠলেই আগামী ১৫ জুন থেকে সুন্দরনের উপল্লের ঘাটগুলি থেকে বঙ্গোপসাগরের জলে ভাসবে মৎস্যজীবীদের শয়ে শয়ে ট্রলার। এবার মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কাজ লাগানো হচ্ছে ইসরোর প্রযুক্তি-কে। ইতিমধ্যেই স্যাটেলাইট বেসড মেরিটাইম সফটওয়্যার সিস্টেম ডিভাইস অর্থাৎ ট্রাঙ্গপন্ডার লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে কাকদ্বীপ মহকুমার ট্রলারগুলিতে। গভীর সমুদ্রে মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করে না সেখানে এই মেশিনের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র থেকে যে কোনও বিপদ সঙ্কেত উপকুলে পাঠানো যাবে। পাশাপাশি ভারতীয় জলসীমা থেকে বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশ করার পূর্বেই ট্রলারে

এছাড়াও এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও নানা সুবিধা পাবে মৎস্যজীবীরা। মাছ ধরার সময়েও এই ডিভাইসের মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা পাবেন মৎস্যজীবীরা। সমুদ্রে মাছের ঝাঁক কোথায় রয়েছে তাও বোঝা যাবে এই ডিভাইসের সাহায্যে। সুদের খবর, কাকদ্বীপ মহকুমা এলাকায় কর্মবৈধি প্রায় আড়াই হাজার ট্রলার বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যায়। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ৩০০টি ট্রলারে এই অত্যাধুনিক যন্ত্র লাগানো হচ্ছে। ধাপে ধাপে বাকি ট্রলারগুলোতেও এই অত্যাধুনিক যন্ত্র লাগানো হবে বলে মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে। এতে খুশি মৎস্যজীবীরা। তাদের নিরাপত্তা যেমন বাড়বে তেমনই সুবিধা হবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের।

কলকাতা জেলা সম্পাদকমন্ডলী থেকে বাদ রূপা বাগচী

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ৯ জুন : সাধারণভাবে সিপিএম মানেই আন্নারা ধরে নিই একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ দল। কিন্তু সেখানেও মাঝে আভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্যে আসে। দীর্ঘদিনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, দলের মহিলা নেত্রী রূপা বাগচীকে সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ দিল দল। আর তাই নিয়ে দু’পক্ষের বাদানুবাদের রবিবার তত্ত্ব হয়ে উঠল জেলা কমিটির বৈঠক। রূপা বাগচীরা মতো পরিচিত মুখ ও প্রাক্তন কাউন্সিলের বাদ দেওয়ার পিছনে গোষ্ঠী কোন্দলের ছায়াই দেখছে সিপিএমের একাধার। তাঁকে অবসর না করে রূপাকে বাদ দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে চূড়ান্ত ফেভ প্রকাশ করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। রূপা বাগচী পাট্টার রাজ্য কমিটিরও সদস্য। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে না জানিয়েই রূপাকে জেলা সম্পাদকমণ্ডলী থেকে কলকাতা সিপিএম বাদ দিয়ে দেওয়ায় বিতর্ক আরও বাড়ল। রবিবার কলকাতা

বাড়ির ছাদে ২০০ রকম বনসাই লাগিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন পাঁশকুড়ার জাহাঙ্গীর



দুরন্তবার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ জুন : বনসাই করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। বনসাই গাছ করার কৌশল হলো ছাটাই, শিকড় হ্রাস, পটিং, ডিফোলিয়েশন এবং গ্রাফটিং। বিভিন্ন গাছের বনসাই করা হয় বাড়িতে। বনসাই গাছের যত্ন প্রতিটি স্বভূতে আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। সব থেকে বর্ষাকালে বনসাই গাছের রক্ষা হয়। অতিরিক্ত জলে গোড়া পচন রোগ চলে আসে বনসাই গাছে। এছাড়া বনসাইয়ের রকমেরকম সূর্যের দেখা মেলে না। ফলে বর্ষাকালে বিশেষ যত্ন নিতে হয় বনসাই গাছের। পাঁশকুড়ার পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শেখ জাহাঙ্গীর বনসাই পদ্ধতিতে একশাট প্রজাতির গাছ নতুনভাবে রক্ষাব্যবেক্ষণ করছেন। বাবান্নে এ পর্যন্ত মোট ২০০টি বনসাই গাছ রয়েছে। শুধু

বাড়ির সৌন্দর্যের জন্য গাছ তৈরি নয়, এর মাধ্যমে বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় গাছ সংরক্ষণও করা যায়। বিভিন্ন গাছের বনসাই করা যায় তবে বনসাই হিসাবে সবথেকে পরিচিত বট ও অম্বশ। তবে জাহাঙ্গীর বাবু শুধু অম্বশ ও বটগাছ নয়, প্রায় কিশোর প্রজাতির গাছ বনসাই করে সংরক্ষণ করছেন। বনসাই বর্ষাকালে কীভাবে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে শেখ জাহাঙ্গীর জানান, ‘বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে গাছে ফাঙ্গাস জন্মায়, সেই দিকে খোয়াল রাখা প্রয়োজন। অতিরিক্ত বিশেষ যত্ন নিতে হয় বনসাই গাছের।

লর্ডসে অনুশীলনের অনুমতি পায়নি অস্ট্রেলিয়া, ভারত কী করে করছে? উঠল বিতর্কের ঝড়

লন্ডন, ৯ জুনঃ ১১ জুন থেকে শুরু হবে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। লর্ডসের সেই ফাইনালের দুই প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু তার আগে অনুশীলন নিয়ে রীতিমতো সমস্যায় পড়েছে প্যাট কামিন্স ব্রিগেড। জানা গিয়েছে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুশীলন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি ডিফেন্ডিং প্রাইডের অস্ট্রেলিয়াকে। একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, অস্ট্রেলিয়াকে বলা হয়েছিল, ১১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া ডব্লিউটিসি ফাইনালের জন্য লর্ডসের প্রশিক্ষণ গ্রাউন্ডটি উপলব্ধ নেই। প্যাট কামিন্স এবং তার দলকে কেন



অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া হল না, তার সঠিক কারণ অবশ্য জানা যায়নি। তবে সেই একই ভেনুতে কিন্তু অনুশীলন করছে টিম ইন্ডিয়া। ভারত পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ড সফরে পৌঁছেছে গত শনিবার। এরপর তারা অনুশীলনও শুরু করে। অনেকেই বিসিসিআই একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটাররা প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের তত্ত্বাবধানে লর্ডসে অনুশীলন করছেন। এদিকে, ফরাসি ক্রিকেটের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়াকে প্রাথমিক ভাবে যেখানে অনুশীলনের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে এখন প্রাকটিশ করছে ভারত। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১১ জুন থেকে শুরু হবে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। কিন্তু ভারত-ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট লিডসে শুরু হবে ২০ জুন। লর্ডসে রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ। যে ম্যাচটি শুরু হবে ১০ জুলাই থেকে।

মাত্র ১৭ বছর বয়সেই রিয়াল মাদ্রিদে ফ্রান্সো

মাদ্রিদ, ৯ জুনঃ বিশ্ব ফুটবলে নতুন এক উদ্ভাসের নাম ফ্রান্সো মাস্ত্র্যানো। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইউরোপের অন্যতম সফল ও ঐতিহ্যবাহী ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে জড়াতে চলেছেন এই অর্গেন্টাইন বিশ্বযুবাবলক। রিবার প্লেটের উর্দিত এই তারকার প্রতিভা নিয়ে এই উজ্জ্বল ছবিটিয়েছিল আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। এবার সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তার রিয়ালে যোগ দেওয়া নিশ্চিত হয়েছে।

লিডস টেস্টে ঋষভের সামনে বড় সুযোগ ছাপিয়ে যেতে পারেন ধোনিকে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কাউন্টাউন শুরু হয়ে গিয়েছে আন্ডারসন-তেন্ডুলকর টুফির। গৌতম গম্ভীর-শুভমান গিলের ভারত ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে ইংল্যান্ডে। শুরু হয়ে গিয়েছে অনুশীলন। বিরাট-রোহিত যুগ শেষ হওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার এটাই প্রথম কোনও টেস্ট সিরিজ। তাই সবার চোখ এখন ভারতের তরুণ প্রজন্ম কেমন খেলে সেই দিকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। প্রথম ম্যাচটি ২০ জুন থেকে লিডসে অনুষ্ঠিত হবে। এই ম্যাচে ভারতের সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সামনে একটি বড় কৃতিত্ব অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ থাকবে। বিদেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান করা তৃতীয় ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার পন্থ। ১৭ ইনিংসে তিনি ৬২.৭০ গড়ে ৫৫৬ রান করেছেন। এর মধ্যে দু'টি অর্ধশতক এবং একই সংখ্যক স্টেঞ্চুরি রয়েছে। প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি রয়েছেন এই তালিকার শীর্ষে। এমএসডি ২৬ ইনিংসে আটটি অর্ধশতকের সাহায্যে করেছেন ৭৭৮ রান। এই তালিকার দ্বিতীয় ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের নাম ফারুক ইঞ্জিনিয়ার। বিদেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৭ ইনিংসে



সংগ্রাহকও হতে পারেন। সামগ্রিক রেকর্ডের কথা বলতে গেলে, মহেন্দ্র সিং ধোনি শীর্ষে রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার রবিন মার্শ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ৩৫ ইনিংসে ৭৭৩ রান নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার জন ওয়েট (৬৮৪ রান) তৃতীয় স্থানে,

মার্শ (অস্ট্রেলিয়া)-৭৭৩ রান, জন ওয়েট (দক্ষিণ আফ্রিকা)-৬৮৪ রান, ইয়ান হিলি (অস্ট্রেলিয়া)-৬২৪ রান, জেফ ডুজন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)-৬০৪ রান, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (ভারত)-৫৬৩ রান, ঋষভ পন্থ (ভারত)-৫৫৬ রান।

ফরাসি ওপেনের দীর্ঘতম ফাইনালে জিতলেন আলকারাজ

প্যারিস, ৯ জুনঃ সিনারকে রবিবার ফাইনালে ৪-৬, ৬-৭ (৪-৭), ৬-৪, ৭-৬ (৭-৬), ৭-৬ (১০-২) ব্যবধানে হারিয়ে আনন্দে কোর্টে শুয়ে পড়লেন আলকারাজ। এরপরই দ্রুতই উঠে দাঁড়িয়ে



সিনারের সাথে করমর্দন করে ছুটলেন গ্যালারিতে। ফরাসি ওপেনের পুরুষ এককের উন্মুক্ত যুগের আগের দীর্ঘস্থায়ী ফাইনালের রেকর্ডটি গড়েছিলেন ম্যাট ভিলেভার ও গুইলমো ভিলাস। ১৯৮২ সালের সেই ফাইনালে দুজনের লড়াই স্থায়ী হয়েছিল ৪ ঘণ্টা ৪২ মিনিট। এ নিয়ে চতুর্থ গ্র্যান্ড স্ল্যামের স্বাদ পেতে পেতেও পেলেন না সিনার। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দুটি (২০২৪ ও

২০২৫) এবং ইউএস ওপেনের ১টি (২০২৪) টুফি জিতেছেন ২৬ বছর বয়সী এই তরুণ। লাল মাটির এই কোর্টে গত বছরই প্রথম শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন আলকারাজ। দারুণ পথচলায় এবার এখানে টানা

৭-৬ (৭-৪) ব্যবধানে জিতে প্রথমবার এই টুফি জয়ের সম্ভাবনা জোরাল করেন সিনার। তৃতীয় সেটে ছন্দে হারানো সিনারকে ৬-৪ গেমে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেন আলকারাজ। চতুর্থ সেটে এক পর্যায়ে ৬-৩ সমতায় থাকার পর আলকারাজের সার্ভিস ব্রেক করে এগিয়ে যান সিনার। নিজের সার্ভিসে জিতে ব্যবধান বাড়িয়ে নেন ৫-৬ গেমে। আলকারাজও পাশ্চাত্য দেন দ্রুতই। ৬-৬ সমতার পর টাইব্রেকারে ৬-৫ ব্যবধানে। তাকে ম্যাচের ভাগ্য গড়ায় পঞ্চম সেটে। শিরোপা নির্ধারণী সেটও ছিল রোমাঞ্চে ঠাসা। সিনারের সার্ভিস ব্রেক করে আলকারাজ এগিয়ে যান শুরুতেই। ছন্দ হারিয়ে ৬-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে মেজাজও হারান সিনার, রাউন্টে ছুঁড়ে মারেন মাটিতে। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পর্যায়ে ৬-৫ ব্যবধানে এগিয়ে যান তিনি। পরের গেমেই দুর্দান্ত খেলে ৬-৬ সমতা ফেরান আলকারাজ। টাইব্রেকারে গড়ায় এই সেটের ভাগ্যও। সেখানে ১০-২ ব্যবধানে জিতে শেষ হাসি হাসেন আলকারাজ। দ্রুপদী এক ফাইনাল শেষে হারের হতাশায় পুড়তে হয় সিনারকে।

টাইব্রেকারে স্পেনকে হারিয়ে নেশন্স লিগ শিরোপা পর্তুগালের

মিউনিখ, ৯ জুনঃ আলিয়াজ আয়েনায় রবিবার মূল ম্যাচ ও অতিরিক্ত সময়ের শেলা শেষ হয় ২-২ সমতায়। টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে জিতে যায় পর্তুগাল। পর্তুগালের হয়ে নেভেসের আগে জালের দেখা পান গললো রামোস, ডিভিনিয়া, ক্রুনো ফার্নান্দেস ও নুনো মেদেস। স্পেনের হয়ে প্রথম তিন শটে জালে দেখা পান মিকেল মেরিনো, আলেক্স বায়েনা ও ইসকো। অধিনায়ক আলভারো ব্যর্থ হন ঠিকানা খুঁজে নিতে। এর আগে মূল ম্যাচে মার্তিন জুবিয়েন্স ও মিকেল ওয়াইরসাবালের গোলে দুইবার এগিয়ে যায় স্পেন। নুনো মেদেস ও রোনাল্ডার গোলে দুইবারই সমতা ফেরায় পর্তুগাল। ম্যাচে বল দখল, গোলের জন্য শট ও লক্ষ্যে রাখা- এই সব সূচকে এগিয়ে ছিল স্পেন। ৬১ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৬টি শট নিয়েছিল তারা, এর ছয়টি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে পর্তুগালের সাত শটে জালে যাওয়া দুটি শটই ছিল কেবল লক্ষ্যে। ম্যাচে চারটি দারুণ সেভ করা কস্তা টাইব্রেকারে মেলে ধরলেন নিজেকে। তার বীরত্ব নেশন্স লিগে প্রথম দল হিসেবে একাধিক শিরোপা জিতল পর্তুগাল। ২০১৮-১৯ মরসুমে প্রথম আসরে শিরোপা জিতেছিল পর্তুগাল। বার্নার্ড মিউনিখের মাঠে পঞ্চম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় পর্তুগাল। ক্রুনো ফার্নান্দেসের কণার অবশিষ্ট জোয়াও নেভেস ভলি রাখতে পারেননি লক্ষ্যে। স্পেন নিজেদের প্রথম ভালো সুযোগ পায় পঞ্চদশ

মিনিটে। নিকো উইলিয়ামসের কাট ব্যাকে ডি বজের ঠিক বাইরে বল পেয়ে যান পেদ্রো বার্সেলোনার তারকা মিডফিল্ডার শট রাখতে পারেননি লক্ষ্যে। দুই মিনিট পর প্রায় একই জায়গা থেকে উইলিয়ামসের শট যায় ক্রসবারের উপর দিয়ে। নষ্ট হয় স্পেনের আরেকটি সুযোগ।



গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের। লামিনে ইয়ামালের ক্রস ক্রিম্বার করতে পারেননি ক্রুনো দিয়াস। উইলিয়ামসের চ্যালেঞ্জের মুখে বল ধরতে পারেননি পর্তুগাল জল খুঁজে নেন অরিক্ত জুবিয়েন্স। পাঁচ মিনিট পর নুনো মেদেসের নৈপুণ্যে সমতা ফেরায় পর্তুগাল। পেদ্রো নেতৃত্ব কাছ থেকে বল পেয়ে ডি বজের বাইরে থেকে আড়াআড়ি শটে জাল খুঁজে নেন পিএসজি ডিফেন্ডার। ২৯তম মিনিটে ফের এগিয়ে যেতে পারত স্পেন।

পেদ্রির কাছ থেকে বল পেয়ে একটুর জন্য শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি উইলিয়ামস। ছয় বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নেমে জালের দেখা প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন ইসকো। তবে ৮৩তম মিনিটে তার গতিময় শট ব্যাধিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান পর্তুগিজ গোলরক্ষক। ৮৭তম মিনিটে ছট করে মাঝ মাঠে বসে পড়েন রোনাল্ডো। ইশারায় জানিয়ে দেন তার পক্ষে আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরের মিনিটে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক, বদলি নামেন গললো রামোস। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ফার্নান্দেসের দারুণ ক্রি কিক ব্যাধিয়ে ব্যর্থ করে দেন স্প্যানিশ গোলরক্ষক উনাই সিমোন। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। রোনাল্ডার গোলের পর লম্বা সময়ের মধ্যে এটাই ছিল গোলের জন্য পর্তুগালের প্রথম শট। অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই এগিয়ে যেতে পারত রোনাল্ডো। নেলসন সেমেদোর কাছ থেকে বল পেয়ে একটুর জন্য শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি মেদেস। নষ্ট হয় সুবর্ণ সুযোগ। শুরুতে বেশ কিছুক্ষণ পর্তুগিজদের আক্রমণ সামাল দিয়ে পাশ্চাত্য আক্রমণে যায় স্পেন। তৈরি করে বেশ কিছু সুযোগ। কিন্তু জালের দেখা পায়নি তারা। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে ইসকো, মোরাতাদের হ্রদয় ভেঙে গেল। স্পেনের ক্রস একজনের পায়ে লাগলে পেয়ে যান পর্তুগিজ অধিনায়ক। সহজ সুযোগ কাজে লাগান তিনি। অট মিনিট পর

অনুশীলনে ‘গুরু গম্ভীরে’র ছাত্ররা মাতলেন ফুটবল নিয়ে

লন্ডন, ৯ জুনঃ আইপিএল ২০২৫ শেষ হয়ে গিয়েছে। ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীরা এখন আন্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজের অপেক্ষায়। ২০০৭ সালে শেষবার ইংল্যান্ডের মাটি থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরেছিল ভারত। তারপর ভারত মহাসাগর দিয়ে অনেক জল গড়ালেও ইংল্যান্ড থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরতে পারেনি মেন ইন ব্লুজ। আবার আরও একটি ইংল্যান্ড সফর। ভারত খেলবে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। তবে এবার দলে নেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মহম্মদ শামির মতো ক্রিকেটাররা। ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হয়েছে ‘গুরু গম্ভীর জমানা। অধিনায়ক হয়েছেন শুভমান গিল। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই নতুন ভারতীয় দলের কাছে ইংল্যান্ড সফর অ্যাসিড টেস্ট হতে চলেছে। কিন্তু তা মানতে রাজি নয় গম্ভীর-গিল জুটি। তারা সাফল্য পেতে কতটা মরিয়া, তা এবার বোঝা গেছে। ইংল্যান্ডে পৌঁছেই টিম ইন্ডিয়া নেমে পড়ল অনুশীলনে। ভারতীয় দল শনিবার



ইংল্যান্ডে পৌঁছেছে। ২০ জুন থেকে লিডসে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। এই সিরিজের মাধ্যমে, ভারতীয় দল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র শুরু

করছে। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে অনুশীলনে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন গিল। ভারতীয় খেলোয়াড়রা প্রথমে ওয়ার্ম-আপ করেছেন এবং তারপর স্কিপিং অনুশীলনে মগ্ন হয়েছেন। এই সময় দলের খেলোয়াড়রা ফুটবল নিয়েও মেতে উঠেছেন। শুভমন গিল, ঋষভ পন্থরা চুটিয়ে উপভোগ করছেন ফুটবলে। কেউ হেড দিচ্ছেন তো কেউ বল রিগিভ করে জোরাল শট মারছেন। গম্ভীর পুরো সেশন জুড়ে খেলোয়াড়দের উপর নজর রাখার পাশাপাশি সাপোর্ট স্টাফ ও কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গেও কথা বলেছেন। সন্তির বিষয় হল যে, ফাস্ট বোলার জশপ্রীত বুমাংহও অনুশীলনে অংশ নিয়েছিলেন। মহম্মদ সিরাজ প্রসিধ কৃষ্ণদেবের সঙ্গে বুমবুমকেও পুরো রান আপ নিয়ে বল করতে দেখা গিয়েছে।

কোচের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পোল্যান্ডের হয়ে আর খেলবেন না লেভানডফস্কি

রবার্ট লেভানডফস্কিকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল কিছুটা চমক জাগানিয়া। এরপর অবশ্য আরও চমকপ্রদ সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তিনি নিজেই। মিখাও প্রবিয়েশ যতদিন কোচের দায়িত্বে আছেন, ততদিন পোল্যান্ড জাতীয় দলে আর খেলবেন না অভিজ্ঞ এই ফরোয়ার্ড।

ওয়ার্সও, ৯ জুনঃ পোলিশ ফুটবল ফেডারেশন রবিবার জানায়, লেভানডফস্কির জায়গায় পোল্যান্ডের অধিনায়কত্ব করবেন এখন থেকে পিয়ত্র জেলিনস্কি। নাপোলি থেকে গত বছর ইন্টার মিলানে নাম লেখানো এই মিডফিল্ডারও অনেক অভিজ্ঞ। পোল্যান্ডের হয়ে শততম ম্যাচ খেলার অপেক্ষায় আছে ৩১ বছর বয়সী মিডফিল্ডার। ফেডারেশনের বিবৃতিতে বলা হয়, কোচ মিখাও প্রবিয়েশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পোলিশ জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক এখন পিয়ত্র জেলিনস্কি। এই সিদ্ধান্তের কথা কোচ ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন রবার্ট লেভানডফস্কিকে, গোটা দল ও কোচিং স্টাফদেরকেও। ফেডারেশনের বিবৃতির পর বেশ দ্রুতই সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানান লেভানডফস্কি। “পরিস্থিতি বিবেচনায় ও পোলিশ জাতীয় দলের কোচের আস্থা হারানোয় আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যতদিন তিনি কোচের দায়িত্বে আছেন, ততদিন পোলিশ জাতীয় দল থেকে দূরে থাকব। আশা করি, বিশ্বের বোরা এই সমর্থকদের জন্য একসময় আবার খেলার সুযোগ পাব আমি।”



গত শুক্রবার প্রীতি ম্যাচে মলদোভার বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে পোল্যান্ড। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে মঙ্গলবার তাদের প্রতিপক্ষ কিনল্যান্ড। এই দুই ম্যাচের স্কোয়াড থেকে আগেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন লেভানডফস্কি। বার্সেলোনার হয়ে মরসুমের শেষভাগে চোটে পড়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি। শারীরিক ও মানসিকভাবে চাড়া হয়ে উঠতে জাতীয় দলের ম্যাচ দুটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা

বলেছিলেন তিনি কয়েক দিন আগে। “চোট কাটিয়ে ফেরার পর কোচ প্রবিয়েশকে বলেছিলাম, শারীরিকভাবে খুব ভালো অনুভব করছি না আমি, বিশেষ করে মানসিকভাবে একদম ঠিকঠাক নেই।” কোচ ও অধিনায়কের মধ্যে আস্থার সঙ্কট এখান থেকেই হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুই ম্যাচের বিরতি এখন কত ম্যাচে গড়ায়, সেটিই দেখার। পোল্যান্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (১৫৮) খেলা ও সবচেয়ে বেশি গোলের (৮৫) রেকর্ড লেভানডফস্কির। এই দলের অধিনায়কত্ব করছেন তিনি সেই ২০১৪ সাল থেকে। ২০২২ সালে ফের্নান্দো সান্তোস বরখাস্ত হওয়ার পর কোচের দায়িত্ব পান প্রবিয়েশ। তার কোচিংয়ে পোল্যান্ড গত ইউরোতে খেললেও বিদায় নেয় টুর্নামেন্টে সবার আগে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অবশ্য দুই ম্যাচের দুটিতে জিতে ‘জি’ গ্রুপের শীর্ষে আছে পোলিশরা। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দূরে থাকার ঘোষণা দেওয়া লেভা আপাতত লম্বা বিরতিতে থাকবেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বার্সেলোনার প্রাক-মরসুম ক্যাম্পে ফিরবেন।

প্রকাশিত

সুচিকিংসা

২৭ বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা • ১ জুন ২০২৫

ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ

- রোবোটিক সার্জিরিতে হৃদ্রূপ পরিবর্তন এখন সহজ সফল নিরাপদ
- হার্টের সমস্যা
- কোলেস্টেরল ও হৃদরোগ
- নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব নয় সেরিব্রাল অ্যাটাক
- কেমনে বাধিব মন
- দুগ্ধ দিবসের তাৎপর্য
- ডায়াবেটিসে মনে রাখা ও মেনে চলা
- ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ
- ডায়াবেটিসে পায়ের ক্ষতি

সুচিকিংসা এখন অনলাইনে পড়তে পারেন কোডটি স্ক্যান করুন